



160559 - বকির্তোর মালকিনায় নহে এমন পণ্য বকির্তি করার হুকুম এবং এমন লেনদেনে শুদ্ধ করার পদ্ধতিসমূহ

প্রশ্ন

আমি বিদেশে থাকি। আমার আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক। আমার স্বামী কোনও কাজ করে না। স্বামীকে সাহায্য করার জন্য আমি অনলাইনে কিছু কাজ করার সন্ধানে নছি। আমি যে দেশে থাকি সেখানে কোনও বোন যদি পণ্য ক্রিতে চায় তাহলে আমি সেটি খুঁজে দি। ক্রিতোর কাছে পণ্যের ছবি পাঠাই। যদি সে রাজী হয় তাহলে ডেলিভারি খরচসহ মূল্য হিসাব করে তাকে জানিয়ে দি। এরপর অর্থ পাঠাতে বলি। সে অর্থ দিয়ে পণ্য ক্রয় করে ক্রিতোর কাছে পাঠিয়ে দি। সবকিছু বশে ভালভাবে চলছিল। আমি আমার কাজ নিয়ে সুখী ছলাম। কিন্তু একদিন এক ব্যবসায়ী বোন আমার কাছে একটি পণ্য চাইল। সে আমাকে কিছু ওয়েবসাইট দলি যখনে পণ্যটি পাওয়া যাবে। আমি যখন পণ্যটির মূল্য হিসাব করে তাকে পাঠলাম সে আমাকে অর্থ পাঠিয়ে দলি (যার পরিমাণ ছিল ৬৭০ আমেরিকান ডলার)। তখন আমি পণ্যটি ক্রিতে সেটি পাইবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু পণ্যটি আসল না। এখানে সমস্যাটি হলো: আমি পণ্যটি ক্রিতে, কিন্তু সেটি আমাকে ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা পণ্যটি ক্রিতে সেটির সাথে আমরা যখন যোগাযোগ করলাম তখন কটে উত্তর দলি না। খোঁজাখুঁজি করে স্পষ্ট হল যে কোম্পানিটি ভুয়া, আমরা প্রতারিত হয়েছি। তারা অর্থ চুরি জন্য ওয়েবসাইট বানিয়েছে। ঐ বোনকে এই খবর জানানোর পরে সে বিশ্বাস করল না। সে আমাকে মিথ্যুক ও প্রতারক বলল। আমি কিসম করে তাকে বললাম যে আমার যখনই সুযোগ হবে আমি আমার স্বামীর অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার জন্য এই অর্থ সঞ্চয় করে পাঠিয়ে দি। কিন্তু ঘটনাটি ঘটার পর প্রায় এক বছর বা এর বেশি সময় চলতে গছে। আমি এখনও সেই পরিমাণ অর্থ জমাতে পারিনি। আমাকে কি ঐ অর্থ ফরিয়ে দিতে হবে? উল্লেখ্য, এই অর্থ নিয়ে একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান, আর উক্ত বোন আমার কাছে অর্থ দাবী করছে? এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী? আল্লাহ আপনাকে বরকত দলি, শাইখ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনি যে লেনদেনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছেন তা নসিন্দহে শরীয়তসম্মত নয়। এটি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ আপনি এমন কিছু বকির্তি করছেন যার মালকি আপনি না, আপনি এমন কিছু বকির্তি করছেন যা আপনার কাছে নহে, ক্রিতোকে সেটির নশ্চয়তা দেওয়া ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা আপনার নহে। এতে করে এটি হয়ে গেলে প্রতারণামূলক বকির্তি ও জুয়ার

লেনেদনে। এ ধরনের লেনেদনের ফলে ঝগড়া-বিবাদে অনেকগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। হতে পারে আপনি পণ্যটি যে দামে বিক্রি করছেন হঠাৎ করে এর দাম বেড়ে গেছে। হতে পারে পণ্যটির স্টক শেষে। আরও একটি সমস্যা, যা আপনার লেনেদনে ঘটছে। স্টেট হচ্ছে ব্যবসায়ীর অস্তিত্বই না থাকা! সুতরাং কার জন্য এমন কোনো নরিদমিট পণ্য বিক্রি করা জায়যে নই— সে যটোর মালকি নয়, যটো তার কাছের নই। এমন জনিসিও বিক্রি করা জায়যে নই— যা বিবরণের মাধ্যমে তার জম্মিমায নরিদমিট; তবে অন্যের কাছের। অবশ্য কেবল ‘সালাম’ পদ্ধতির বিক্রয় এর ব্যতিক্রম।

হাকীম ইবনে হযিম থকে বর্ণতি, তিনি বলেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছের কোনো লোক এসে এমন কিছু কনিতের চায় যা আমার কাছের নই। আমি কি তার জন্য স্টেট বাজার থকে কনিতের দবি?’ তিনি বলেন: “তোমার কাছের যে পণ্য নই তা তুমি বিক্রি করো না।” [হাদীসটি তিরমযী (১২৩২), আবু দাউদ (৩৫০৩), নাসাঈ (৪৬১৩) ও ইবনে মাজাহ (২১৮৭) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমযীতে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “বিক্রয় ও ঋণ একসাথে বধে নয়, এক বিক্রয়ে দুই রকম শর্ত বধে নয়, তুমি যটোর জামনি হওনি স্টেট থকে মুনাফা গ্রহণ বধে নয় এবং যা তোমার কাছের নই তা বিক্রি করা বধে নয়।” [হাদীসটি তিরমযী (১২৩৪) বর্ণনা করে বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। এছাড়া আবু দাউদ (৩৫০৪) ও নাসাঈ (৪৬১১) বর্ণনা করেন]

ইবনুল কাইয়যমি রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘দুই হাদীসের পাঠ একই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পণ্য বিক্রি করতে নষিধে করছেন যা ব্যক্তির কাছের নই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বচন থকে এটি সংরক্ষতি। এই প্রকার বিক্রয়ে এক ধরনের অনশ্চয়তা রয়েছে। কারণ সে যদি কোনো নরিদমিট পণ্য বিক্রি করে যা তার মালকিনায় নই, তারপর স্টেট ক্রয় করতে যায় কথিবা তাকে হস্তান্তর করতে যায় তখন সে পণ্যটি পাওয়া বা না-পাওয়ার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। তাই এটি অনশ্চিতি জুয়ার সদৃশ। তাই এটিকে নষিধে করা হয়েছে।’ [সমাপ্ত] [যাদুল মাআদ ফী হাদই খাইরলি ইবাদ (৫/৮০৮)]

তিনি অস্তিত্বহীন জনিসির বিক্রির প্রকারসমূহের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: ‘এমন অস্তিত্বহীন বস্তু যা পাওয়া যাবে কি; যাবে না জানা নই, বিক্রিতোর এটি পাওয়ার ব্যাপারে নশ্চয়তা নই, বরং তার থকে ক্রয়কারী ঝুঁকির মধ্যে থাকে; এ ধরনের বস্তু বিক্রয় করা শরীয়তপ্রণতো নষিধি করছেন। এ নষিধোজ্ঞা বস্তুটি অস্তিত্বহীন হওয়ার কারণে নয়; বরং অনশ্চয়তার কারণে। এ শ্রণীর বিক্রয়ের একটি রূপ হাকীম ইবনে হযিম ও ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণতি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। বিক্রিতে যদি এমন কিছু বিক্রি করে যা তার মালকিনায় নই এবং যা হস্তান্তর করার ক্ষমতা তার নই; কনিতু সে গিয়ে বস্তুটি সংগ্রহ করে ক্রতকে হস্তান্তর করবে; এমন লেনেদনে জুয়া ও ঝুঁকির সদৃশ। অথচ এমন লেনেদনে এ দুটোর কোনো প্রয়োজন নই এবং তাদের স্বার্থ এর উপর নরিভর করে না।’ [সমাপ্ত] [যাদুল মাআদ ফী হাদই খাইরলি ইবাদ (৫/৮১০)]

যদি শরীয়ত অনুযায়ী এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনার জন্য ক্রয় করা সঠিকও হত, তদুপর পণ্যটি হস্তগত করার আগে, স্টেট স্থানে থাকা অবস্থায় স্টেট বিক্রয় করা আপনার জন্য জায়গা হত না। অর্থাৎ কার্যত পণ্যটি আপনি হাতে নেয়ার আগে এবং যদি পণ্যটি স্থানান্তরযোগ্য হয় তাহলে স্টেট থেকে আপনার গুদামঘর বা নিজস্ব স্থানে আনার আগে স্টেট বিক্রয় করা জায়গা নেই। আপনার এই লেনদেনে শরীয়তসম্মত না হওয়ার এটি আরেকটি কারণ। দেখুন: (39761) নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে উমর বলেন: আমি বাজার থেকে তলে ক্রয় করলাম। ক্রয় পাকাপাকি হবার পর একজন লোক আমার কাছে এসে আমাকে তাতে একটা ভাল লাভ দিতে চাইলো। আমিও তার হাতে হাত মেরে বিক্রয় পাকাপাকি করতে চাইলাম। হঠাৎ করে এক লোক পছন্দ থেকে আমার বাহু ধরে ফেলল। আমি পছন্দে চয়ে দেখলাম, তিনি যাইদ ইবনে সাবতে। তিনি বললেন: ‘যখনে ক্রয় করবনে ঐ স্থানে বিক্রয় করবনে না, যতক্ষণ আপনার স্থানে নিয়ে না যান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রয় করার স্থানে পণ্য বিক্রয় করতে নষিধে করছেন, যতক্ষণ না তা ক্রমো তার ডরোয় বা স্থানে নিয়ে যায়।’ [হাদীসটি আবু দাউদ (৩৪৯৯) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত তিনটি হাদীস উল্লেখ করার পরে বলেন: “উক্ত হাদীস এবং এর সমার্থক হাদীস থেকে সত্যান্বযৌ ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট যে কোনো মুসলমিরে জন্য এমন পণ্য বিক্রি করা জায়গা নেই যা তার মালকিনায় নেই, পরবর্তীতে সে গিয়ে ওট ক্রয় করবে। বরং তার উপর আবশ্যক হলো: পণ্যটি কিনি নিজের মালকিনায় আনা অবধি বিক্রয়কে বলিম্বতি করা। এতে আরো স্পষ্ট হয় যে অনেকে মানুষ যে কাজটি করে, তথা পণ্যটি ক্রমোর মালকিনায় কথিবা বাজারে আনার আগে বিক্রমোর দোকানে থাকতই বিক্রি করে ফেলো— স্টেট জায়গা নেই। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বরিনৌধী। অধকিন্তু এটি লেনদেনে নিয়ে খলে-তামাশা এবং পবতির শরীয়ত অনুসরণ না করার নামান্তর। এতে এমন অনযিট, ক্ষতি ও মন্দ পরিণতি রয়ছে যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কউে জানে না। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদরে ও সমস্ত মুসলমানের জন্য তার শরীয়ত আঁকড়ে ধরার এবং শরীয়তের বরিনৌধী হয় এমন কছু থেকে সতর্ক থাকার তৌফিকি কামনা করছি।” [সমাপ্ত] [মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১৯/৫২-৫৩)]

দুই:

আপনার ক্রয়-বিক্রয় যনে শরীয়তসম্মত হয় সে জন্য আপনার করণীয় হচ্ছ:

১. পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী ব্যক্তির কাছে আপনি পণ্য এমনভাবে পশে করবনে যনে স্টেরি ব্যাপারে অজ্ঞতা কটে যায় এবং ববিদরে অবকাশ না থাকে। আপনি পণ্যের মালকি হলে আপন কিত দামে পণ্যটি বিক্রি করবনে স্টেট নির্ধারণ করবনে। ক্রমো আপনাকে এই মূল্যে পণ্যটি কনোর ওয়াদা দবি। তবু আপনি বিক্রি করতে বাধ্য নন এবং তারো ক্রয় করতে বাধ্য নন। বরং উভয় পক্ষের লেনদেনে করা কথিবা না করার স্বাধীনতা থাকবে। আপনি যখন শরীয়তসম্মত পন্থায় পণ্যের মালকি হবনে এবং এরপর ক্রমোর সাথে বিক্রি করার চুক্তি করবনে, তখন এই চুক্তিটি উভয়পক্ষের জন্য অনবিার্য হয়ে যাবে এবং



এটি বক্রিয়রে সুবাদতি বধানসমূহ অধগ্রহণ করবে। এই প্রকার বক্রিরি নাম ‘ওয়াদার বক্রি’।

দেখুন: (126452) নং প্রশ্নোত্তর । সেখানে এই প্রকার বক্রিরি বধান আলোচনা করা হয়েছে।

২. আপনি পণ্যটি কনিত আগ্রহী ব্যক্তির কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশনের বনিমিতে কথিবা পণ্যের মূলরে উপর একটি নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজের বনিমিতে সটে বক্রি করিতে পারনে। আপনি মানুষদের কাছে পণ্য উপস্থাপন করবনে এবং একটি নির্দিষ্ট এমাউন্ট নির্ধারণ করে দবনে। যমেন ধরুন: প্রত্যকে লনেদনেরে জন্য দশ ডলার করে কথিবা ক্রয়রে ইনভয়সেরে ২ শতাংশ করে। এই পরিমাণ অর্থ বা শতাংশ পণ্য ক্রয়রে আপনার কষ্ট ও ক্লান্তির বনিমিয় হিসেবে আপনাকে দেওয়া হবে।

আপনি যমেনভাবে ক্রতোদরে এজেন্ট হতে পারনে, তমেনভাবে বক্রিতোদরে এজেন্টও হতে পারনে। এ ব্যাপারে বস্তিতারতি (154229) নং প্রশ্নোত্তরে দেখুন।

ঐ নারী আপনাকে যে অর্থ দিচ্ছে সেটি তাকে ফরিয়ি দেওয়া আপনার উপর আবশ্যক। কারণ এটি তার হক। আপনি ওয়েবসাইটে মালকিরে কাছ থেকে পুলশি বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে অর্থ ফরিয়ি নবনে। ঐ নারী আপনার কাছ থেকে অর্থ ফরিয়ি নবনে। আপনি ভুয়া কোম্পানি থেকে অর্থ ফরিয়ি নতি পারনে বা না পারনে তাতে করে আপনার কাছে ঐ নারীর হক কোনোভাবে বদলে যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় তার হক আপনার যম্মায় থেকে যাবে। আশা করি তিনি আপনার অবস্থা বিবেচনা করে আপনি স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অবকাশ দবনে। অথবা তিনি তার হক ছড়ে দবনে; ছড়ে দয়ো তার জন্য তার রবরে কাছে উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(খাতক) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত (তাকে) অবকাশ দিও। আর মাফ করে দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।”[সূরা বাকার: ২৮০]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন স্বামীকে সহায়তা করা ও তার সাথে জীবনের ভার বহনের জন্য আপনাকে নকৌ লখি দনে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে উত্তম ও সুন্দর রযিকি প্রদান করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।